সূচিপত্র

■ লেখকের অভিব্যক্তি ॥ ৭

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক'টি কথা ॥ ৭

ছাত্র-ছাত্রীদের দৃষ্টি আকর্ষণ ॥ ৮

বইটি সম্পর্কে ক'টি কথা ॥ ৮

০১. পড়ালেখা ॥ ১১

০২. পড়ালেখার উদ্দেশ্য ॥ ১৩

০৩. পড়ালেখা যারা করে তাদের সম্মান ও মর্যাদা ॥ ১৬

▲ আল কুরআনের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান ও মর্যাদা ॥ ১৭

▲ আল হাদীসের আলোকে ছাত্র-ছাত্রীদের সম্মান ও মর্যাদা ॥ ১৮

০৪. পড়ালেখা করার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ১৯

▲ অবজেকটিভ বা বহু নির্বাচনী বা নৈর্ব্যক্তিক পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ২০

▲ পঞ্চম শ্রেণী থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত জটিল বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ২৩

❖ বাংলা ১ম পত্র ॥ ২৩

❖ বাংলা ২য় পত্র ॥ ২৪

ভাব-সম্প্রসারণ ॥ ২৫

ভাব-সম্প্রসারণ লেখার নিয়ম ॥ ২৫

সারমর্ম ও সারাংশ ॥ ২৬

সারমর্ম ও সারাংশ লেখার নিয়ম ॥ ২৬

পত্র লেখার নিয়ম ॥ ২৭

ভাষণ ॥ ২৮

প্রতিবেদন ॥ ২৯

রচনা লিখন ॥ ২৯

❖ English 1st Part ॥ ৩০

❖ English 2nd Part ॥ ৩১

❖ ইসলাম শিক্ষা ॥ ৩২
❖ সাধারণ গণিত ॥ ৩৩
▲ ৯ম শ্রেণী থেকে এইচ.এস.সি পর্যন্ত গ্রুপভিত্তিক বিষয়গুলোর রচনামূলক প্রশ্নোত্তর পড়ার নিয়ম পদ্ধতি ॥ ৩৪
❖ বিজ্ঞান গ্রুপের বিষয়সমূহ ॥ ৩৪
❖ ব্যবসায় শিক্ষা গ্রুপের বিষয়সমূহ ॥ ৩৪
❖ মানবিক বা আর্টস গ্রুপের বিষয়সমূহ ॥ ৩৭
০৫. পড়ার পর বেশি বেশি লেখা ॥ ৩৭
০৬. স্কুল, কলেজ ও মাদরাসায় ক্লাস করা ॥ ৩৮
ক্লাশে স্যারের লেকচার শোনা ও নোট করা ॥ ৪০
০৭. মেধাবী ও আদর্শ ছাত্র-ছাত্রীদের অনুসরণ-অনুকরণ ॥ ৪২
০৮. সময় সদ্ব্যবহারের প্রতি যত্নশীল হওয়া ॥ ৪৪
০৯. পড়ালেখায় ভালো হওয়ার কৌশল ॥ ৪৬
▲ জীবনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বা ভিশন সেটআপকরণ ॥ ৪৬
▲ কঠোর শ্রম ও অধ্যবসায় ॥ ৪৮
▲ একাডেমিক বা পাঠ্য বই পড়ার কৌশল ॥ ৪৯
পড়ার আগ্রহ ও মনোযোগ ॥ ৪৯
নিজের তাগিদেই পড়ালেখা করা ॥ ৪৯
টেক্সট বই সম্পর্কে ক্লাশ শিক্ষক ও সহপাঠীর সাথে আলোচনা ॥ ৫০
বারবার বুঝার চেষ্টা করা ॥ ৫০
জটিল শব্দগুলো দাগিয়ে পড়া ॥ ৫০
গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর বিশেষভাবে পড়া ॥ ৫০
প্রশ্ন ও উত্তর খুঁজে বের করা ॥ ৫০
উচ্চ শব্দ করে পড়া ॥ ৫০
কয়েক মিনিট নিরবে সারসংক্ষেপ চিন্তা করা ॥৫১
সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরো বই পড়া ॥ ৫১
সমালোচকের দৃষ্টিতে পড়া ॥ ৫১
▲ কার্যকর অধ্যয়নের জন্যে Robinson এর Survey Q 3R কৌশল ॥ ৫১
▲ একাডেমিক বা পাঠ্য বইয়ের সহায়ক বই পড়ার কৌশল ॥ ৫২
❖ ডিকশনারী বা অভিধান ॥ ৫২

ডিকশনারী ব্যবহারের কৌশল ॥ ৫৩
❖ শ্রেণীর পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি উচ্চতর শ্রেণীর বই পড়া ॥ ৫৩
নোট করে পড়া, নোট সংরক্ষণ করা ॥ ৫৪
▲ রুটিন অনুযায়ী নিয়মিত পড়ালেখা করা ॥ ৫৫
৫ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন ॥ ৫৫
৮ম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের দৈনন্দিন পড়ার রুটিন ॥ ৫৭
এস.এস.সি ও এইচ.এস.সি ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ার রুটিন ॥ ৫৯
▲ বাসায় বার-বার পরীক্ষা দেয়া ॥ ৬০
▲ প্রত্যেক বিষয়ে সম গুরুত্ব দেয়া ॥ ৬১
▲ পড়ালেখা বা শিক্ষা উপকরণকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা ॥ ৬২
▲ পড়ালেখার সময় ঘুম আসলে দূর করার পদ্ধতি ॥ ৬২
১০. পড়া মুখস্থ করার কৌশল ॥ ৬৩
১১. যে সময়ে পড়া তাড়াতাড়ি মুখস্থ হয় ॥ ৬৫
১২. যে সময়ে পড়ালেখা করা উচিত নয় ॥ ৬৬
১৩. যেভাবে পড়ালেখা করা উচিত নয় ॥ ৬৭
১৪. পড়ালেখায় মন বসানোর পদ্ধতি ॥ ৬৮
১৫. পড়া মনে রাখার কৌশল ॥ ৭১
১৬. পড়া ভুলে যাবার কারণ ॥ ৭৩
১৭. শিক্ষার মাধ্যমগুলোকে আত্মস্থকরণ ॥ ৭৪
পিতা-মাতার কাছ থেকে শিক্ষা ॥ ৭৫
পড়ে পড়ে শিক্ষা ॥ ৭৫
দেখে-দেখে শিক্ষা বা অনুসরণ-অনুকরণ করে শিক্ষা ॥ ৭৬
শুনে শুনে শিক্ষা ॥ ৭৭
হোঁচট খেয়ে শিক্ষা ॥ ৭৮
পরিবেশ থেকে শিক্ষা ॥ ৭৮
১৮. স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণ করার কৌশল ॥ ৭৯
পরিকল্পনা মাফিক অধ্যয়ন করা ॥ ৮০
ভাল কথা বলা ও বেহুদা কথা না বলা ॥ ৮১
কুচিন্তা, বাজে চিন্তা না করা ॥ ৮২
কূটকৌশল, পরনিন্দা, পরচর্চা না করা ॥ ৮২
স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি ও সংরক্ষণের জন্য প্রতিদিন করণীয় ॥ ৮৩

লেখকের অভিব্যক্তি

ছাত্র জীবন সর্বোৎকৃষ্ট জীবন। ছাত্র জীবনের এ সময়টুকুই জীবন গড়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময়। জীবনের ভিত্তি মজবুতের উত্তম মুহূর্ত। এ সময়ের উপর নির্ভর করে প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীর সামগ্রিক জীবনের সফলতা বা বিফলতা। তাইতো জীবনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে, সামগ্রিক সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে, মৃত্যুর পরে মহান স্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার দরবারে কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে জবাবদিহিতে উত্তীর্ণ হয়ে আখিরাতের জীবনে মহাসুখের স্থান জান্নাত লাভে ছাত্র জীবনের এ সময়টুকুর সৎব্যবহার তথা জ্ঞান অধ্যয়নে মনোনিবেশ করতে হবে। একনিষ্ঠভাবে পড়ালেখায় মনোযোগ দিতে হবে। ভাল ফলাফল অর্জন করে দেশ গঠনে এগিয়ে যেতে হবে।

অবশ্য আমাদের ছাত্র-ছাত্রীরা পড়ালেখায় অনেক সময় দিয়ে থাকে কিন্তু সে অনুযায়ী অনেকেরই ভাল ফলাফল হয় না। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের জবাব এক বাক্যে দেয়া কঠিন। তবে যেটুকু বুঝি সেটি হলো হ-য-ব-র-ল করে পড়ালেখা করলে ফলাফল ভালো করা যায় না। ফলাফল ভালো হওয়ার জন্যে চাই পড়ালেখার যথাযথ নিয়ম ও কৌশল জানা, রুটিন মাফিক পড়ালেখা করা। আর এভাবেই হয়তো ছাত্র-ছাত্রীদের ভালো হিসেবে আত্মপ্রকাশ এবং পরীক্ষায় অধিক নম্বর পেয়ে ভালো ফলাফল অর্জন সম্ভব হবে।

এবার পড়ালেখার নিয়ম ও পরীক্ষায় ভালো করার কৌশল কী– এ প্রশ্নটি ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আসা স্বাভাবিক। হ্যাঁ, পড়ালেখার নিয়ম ও ভালো ফলাফল অর্জনের কৌশল কী– এ বিষয়টি ছাত্র-ছাত্রীদের জানাতে এবং শিক্ষা জীবনের প্রতিটি স্তরে ভালো ফলাফল অর্জনকারী সেরা ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকায় যেন তোমাদের নাম সংযুক্ত হয় সেজন্যেই এ বইটি তোমাদের হাতে তুলে দেয়ার প্রচেষ্টা। আশা ও বিশ্বাস, এ বইটি যেকোন ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার রুটিন ও নিয়মতান্ত্রিকতায় পজিটিভ পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হবে।

ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে ক'টি কথা

শহর, গ্রাম-গ্রামাঞ্চল পেরিয়ে প্রতিটি জনপদে যেখানেই ছাত্র-ছাত্রী রয়েছে সেখানেই রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। শহরের এককোণে বা গ্রামের মেঠো পথ পেরিয়ে অজ পাড়া গাঁয়ে জন্মগ্রহণকারী যেকোন ছাত্র বা ছাত্রীই হতে পারে আগামী দিনে দেশের পতাকাবাহী, দেশ উন্নয়নে নেতৃত্বদানকারী। এমনকি দেশের সীমানা পেরিয়ে বহি:বিশ্বেও সর্বস্তরের মানবতার কল্যাণকামী। আর এ

০১. পড়ালেখা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার পক্ষ থেকে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি প্রথম যে ওহী নাযিল হয় তার প্রথম শব্দ ছিলো 'ইক্বরা' অর্থাৎ 'পড়'। যে সময় মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ আদেশ দিলেন ঠিক তখনও আল্লাহর ঘর মক্কায় ৩৬০ টি মূর্তি রাখা ছিলো। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ নির্দেশ দেননি যে, মক্কা থেকে মূর্তি বের কর বা মূর্তি ধ্বংস কর, তিনি নির্দেশ দিলেন 'পড়'। এখানে এ নির্দেশ দেয়ার পেছনে যে হেকমত বা রহস্য রয়েছে তা অত্যন্ত উজ্জ্বল।

তারপর যেন এ প্রশ্ন না আসে কী পড়ব? কেন পড়ব? সেজন্য ঐ একই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই বলে দিলেন 'পড় তোমার স্রষ্টার নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' সুতরাং তিনি বুঝিয়ে দিলেন, জবাব দিয়ে দিলেন, তোমরা আমার নামে পড়। কারণ আমি যে তোমাদের স্রষ্টা মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

এবার পড়ার পর কারোর মনে যেন গর্ব, অহংকার, তাকাব্বুরি না আসে সেজন্য আল্লাহ তা'আলা দ্বিতীয় আয়াতে মানুষের পরিচয় তথা সৃষ্টি তত্ত্ব বলে দিলেন– 'তিনি জমাট বাধা রক্তপিণ্ড থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন।' সুতরাং এ মানুষ সৃষ্টি করা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য কোনো ব্যাপার নয়। কিন্তু পৃথিবীর আর দ্বিতীয় কোনো শক্তি বা যত বড় বিজ্ঞানী বা যাই কিছু বলি না কেন কেউই কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, সৃষ্টি কেবল স্রষ্টার পক্ষেই সম্ভব।[১]

তারপরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আবারও বলেছেন, 'পড়

---

১. আজকাল অনেকেই বলে থাকেন এটা আমি সৃষ্টি করেছি, অমুক বিজ্ঞানী এটি সৃষ্টি করেছেন আসলে এ কথাগুলো ভুল, না হয় মূর্খতা এবং এ বলা শিরকের পর্যায়ে পড়ে। মূলত মানুষ কোনো কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, মানুষ শুধু পারে আকার-আকৃতি, রং-ঢং ও রূপ পরিবর্তন করে কোনো কিছুকে তাদের ব্যবহার উপযোগী করে নিতে। সুতরাং সৃষ্টি শব্দটি মানুষের কোনো অর্জন বা সফলতার ক্ষেত্রে না বলাই উত্তম।

কেননা তোমার রব বড়ই দয়ালু'। অর্থাৎ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার চেয়ে বড় দয়ালু বা দাতা এ পৃথিবীর বুকে কেউ নেই। সুতরাং যেকোন সমস্যায় আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে, আর চাওয়া অনুসারে পাওয়ার জন্য আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী কাজ করতে হবে, আদেশ মেনে চলতে হবে।

এরপরের আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের এ পড়া জ্ঞানকে যেন তাদের মেধায় স্থায়ী এবং তা অন্যের কল্যাণে যথাসময়ে ব্যবহার করা যেতে পারে সেজন্য তিনি পদ্ধতি বাতলে দিয়ে বলেছেন, 'তিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।' অর্থাৎ কলম দ্বারা অর্জিত জ্ঞানকে কাগজে লেখার মাধ্যমে মানুষের জন্যে স্থায়ী করে রাখা যাবে। পরবর্তীতে তা মানবতার কল্যাণে স্থানান্তর করা যাবে। এভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী তা মানবতার কাছে পৌঁছিয়ে দেয়ার একমাত্র মাধ্যম হলো লেখা। আর এ আয়াত দ্বারাই মানুষের উত্তম ও একমাত্র জ্ঞান অর্জনের মাধ্যম কী তা স্পষ্ট হলো অর্থাৎ পড়ালেখাই হলো মানুষের জ্ঞান অর্জনের একমাত্র মাধ্যম।[২]

এরপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘোষণা করেন, 'তিনি মানুষকে এমন জ্ঞান শিখিয়েছেন যা মানুষ জানত না।' অর্থাৎ মানুষ আজ যা জানে বা যা জেনে গৌবর অর্জন করে তার সবই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দেয়া। কাজেই মানুষের এ জানা ও অর্জিত জ্ঞানকে কেন্দ্র করে গৌবর বা অহংকার করা কোনোটিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এমনটি করা বোকামী বা তারপরও যারা নিজেদেরকে অনেক জ্ঞানী ও চালাক মনে করে তারা অকৃতজ্ঞ, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সুতরাং উল্লিখিত আলোচনায় যে বিষয়টি স্পষ্ট তা হলো, পড়ালেখা করা আল্লাহর আদেশ। এ আদেশ লঙ্ঘন বা বিরোধিতা ও এ অনুযায়ী কাজ না করা অবশ্যই আল্লাহর প্রথম আদেশ লঙ্ঘন– যা কঠোর শাস্তিযোগ্য। আমাদের প্রত্যেক মানব শিশুর জীবনে এ আদেশ বাস্তবায়নের চেষ্টা দিয়েই জীবন শুরু করা উচিত। নতুবা যে আমরা আল্লাহর কাছে নাফরমান বা আদেশ লঙ্ঘনকারীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে ফরিয়াদ আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক জ্ঞান অর্জন করার তাওফীক দান করুন।

---

২. অনেকে ছাত্র ছাত্রীদের মূল উদ্দেশ্য 'পড়ালেখা' করাকে লেখাপড়া, পড়াশুনা বা শুধু পড়া দিয়ে বুঝাতে চেষ্টা করে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে সূরা আল 'আলাক, ৯৬ : ০১-০৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা অনুসারে ছাত্র-ছাত্রীদের শুদ্ধ কাজ হলো পড়া তারপর লেখা অর্থাৎ পড়ালেখা। কাজেই লেখাপড়া, পড়াশুনা, পড়া-পড়া ইত্যাদি সবই এ বর্ণনা অনুযায়ী অশুদ্ধ বা মনগড়া কথা।

০২. পড়ালেখার উদ্দেশ্য

পড়ালেখার উদ্দেশ্য কী? কেন পড়ালেখা করবে? পড়ালেখা না করলে কী হবে? আর পড়ালেখা করলেই বা কী হবে ইত্যাদি প্রশ্নগুলো অনেক ক্ষেত্রেই ছাত্র-ছাত্রীদের মনে আসা স্বাভাবিক। আর তাই এ প্রশ্নের জবাব নিরসনে দেশ-বিদেশের বহু শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, দার্শনিক বহু মতামত ব্যক্ত করেছেন। কেউ পাঁচটি পয়েন্টে পড়ালেখার উদ্দেশ্য আলোচনা করেছেন, কেউ চিন্তা-ভাবনা করে দশটি পয়েন্টে এ আলোচনা সমাপ্ত করেছেন, কেউ বলছেন আরো উদ্দেশ্য আছে। কারো কারোর মতে, কতিপয় ব্যক্ত ও অব্যক্ত উদ্দেশ্যের সমাহারও রয়েছে। কিন্তু এতদ উদ্দেশ্য সত্ত্বেও আমি পড়ালেখার মাত্র দু'টি উদ্দেশ্য নিয়ে সব সময় আলোচনা করি। উদ্দেশ্য দু'টি হলো :

০১. জীবন গঠন ও

০২. জীবিকা উপার্জন।

এখানে জীবন গঠন বলতে– জীবনের সমুদয় চিন্তা-চেতনা, কথা-বার্তা, আচার-আচরণ ও সকলের সাথে সুসম্পর্ক রক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। সেই সাথে সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহর হক, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর হক এবং সমগ্র উম্মাহ তথা আজ ও আগামীর সকল মানুষের হক যথাযথভাবে আদায় করাও এর সাথে সম্পৃক্ত।

আর জীবিকা উপার্জন বলতে– পড়ালেখা শেষ করে যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরি বা কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তা পূরণ ও রিযিকের কষ্ট দূর, রক্তের সম্পর্কীয় সকলের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করাসহ দরিদ্র মানবগোষ্ঠির কল্যাণে ভূমিকা রাখার চেষ্টা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

মূলতঃ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের প্রয়োজনেই মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে পড়ালেখা করার আদেশ দিয়েছেন। এবার মানুষ যদি তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে চায়, তাহলে তাদেরকে অবশ্যই পড়ালেখা করতে হবে। পড়ালেখা ব্যতিরেকে মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারার কোনো ব্যবস্থা দুনিয়ার বুকে মহান আল্লাহ যেমন করেননি তেমনি কোনো মানুষের পক্ষেও করা সম্ভব নয়। আর তাই মানুষ মহান স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী 'আল কুরআন' ও বিশ্ব শিক্ষকের বাণী 'আল হাদীস' থেকে দূরে সরে যত ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থাই প্রবর্তন করুক না কেন যদি তার নির্যাস আল কুরআন ও আল হাদীস অনুযায়ী না হয় তাহলে পড়ালেখার যে উদ্দেশ্য তা লক্ষ্যচ্যুত হতে বাধ্য। আজ অত্যন্ত অপ্রিয় হলেও সত্য একবিংশ শতাব্দীর এ পর্বে এসে আধুনিকতার